দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...10 OCT 1988...
পৃষ্ঠা ...5... কলাম ...3...

078

শহীদুলের ইচ্ছে পূরণ হলো

শহীদুল ইসলাম

শেষ পর্যন্ত শহীদুলের ইচ্ছে পূরণ হলো। সে ভর্তি হতে পেরেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে পড়বার জন্যে।

গত ৩১শে আগষ্ট 'সংবাদ'-এ শহীদুল ইসলামের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম 'শহীদুলের ইচ্ছে ছিলো'। প্রতিবেদনটি পড়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আতিউর রহমান শহীদুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করবার উদ্যোগ নেন।

গতকাল রোববার শহীদুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্যে তার বৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকাস্থ রমনা এপেক্স ক্লাব তাকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরে শহীদুল ইসলাম খুব খুশী। গতকাল সে 'সংবাদ' অফিসে এসেছিলো। বলেছে লেখাপড়া করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে সে, এবং দেশের মানুষের জন্যে কাজ করবে।

—মোনাজাতউদ্দিন

শহীদুল ইসলাম এখনো ক্ষেতমজুরি করে, সেই স্বল্প আয়ের টাকায় কলেজে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তার দুঃখ হলো: নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলো না।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার কানসোনা গ্রামে শহীদুল ইসলামের বাড়ী। পিতা প্রৌঢ় আবদুস সালাম তাঁতের কাজ করে, দৈনিক ২৫ টাকা আয়ে ৯ সদস্যের সংসার চলে না, ছেলেকে লেখাপড়া করাবে কি করে? কিন্তু, শহীদুলের ইচ্ছা, সে পড়বেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে তার পড়বার ছিলো আকাংক্ষা।

শহীদুলের ক্ষেতমজুরি করে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিলো সিরিজ প্রতিবেদন কানসোনার দুঃখ-এ সে সময় সে এস এস সি পাস করে উল্লাপাড়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। এখন শহীদুল প্রথম বিভাগে এইচ এস সিও পাস করেছে। সে উল্লাপাড়া কলেজ থেকে পরীক্ষা দেয় '৮৭-র জুনে, ফল প্রকাশিত হয় অক্টোবরে। উল্লেখ্য, নিজ গ্রামে বিভিন্ন জনের ক্ষেতমজুরি করে প্রাপ্ত টাকায় তার স্কুল ও কলেজের পড়াশোনা চালিয়েছে।

প্রথম বিভাগে এইচ এস সি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে পরীক্ষা দেয় সে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ছিল তার পড়ার ইচ্ছে। সে নির্বাচিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে পারেনি। ক্ষেতমজুরি করে জমানো যে টাকা হাতে ছিলো তাতে কুলোয়নি। দ্বিতীয়তঃ চিন্তা ছিলো: গ্রাম থেকে ঢাকায় এলে ক্ষেতমজুরির কাজ বন্ধ হবে, সেক্ষেত্রে আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ জুটবে কোথা থেকে।

শহীদুল উল্লাপাড়ায় ফিরে এসেছে, ভর্তি হয়েছে সেখানকার কলেজে। এবং পড়াশোনার খরচ জোটানোর জন্যে সেই আগের মতো করছে ক্ষেতমজুরি। তার কাজের সময়টা ভিন্ন। কলেজ থেকে ফিরে গিয়ে বিকেল থেকে রাত অব্দি কাজ করে। চুক্তির ভিত্তিতে। শুক্রবার কিংবা সপ্তাহের অন্য কোনো দিন কলেজ বন্ধ থাকলে কাজ করে সকাল থেকে সন্ধ্যা। দৈনিক পড় আয় তার ২০ টাকা।

—উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি

গত ৩১শে আগস্ট 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত শহীদুল ইসলামের ওপর প্রতিবেদনের কপি।